কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নাটকের প্রতি আগ্রহ সেই ছোটবেলা থেকেই। জন্মেছিলাম মালদার একপ্রত্যন্ত গ্রামে, নাটক দেখার সুযোগ ছিলনা, কিন্তু শোনার ছিল। প্রতি শুক্রবার রাতে রেডিওতে যে নাটক হত, সারা সপ্তাহ অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করতাম। আমার ছোট কাকা (মোবারক হোসেন) তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁর কাছ থেকেই নাটকের নানা খবর পেতাম, তিনিই নাটকের প্রতি আমার প্রাথমিক অনুরাগ গড়ে তোলেন। আজও মনে পড়ে অয়দিপাউস নাটক শোনার অভিজ্ঞতার কথা, ঝি ঝি ডাকা অন্ধকার রাতে যখন অয়দিপাউসের শেষ দৃশ্য শুনতাম — গা ছমছমে কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের এক অদ্ভুত অনুভূতি হত।

একদিকে নাটকের প্রতি ভালোবাসা অন্যদিকে নারী সম্পর্কিত সচেতনতা আমাকে বর্তমান গবেষণা কর্মে প্রাণিত করে। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অঙ্কুশ ভট্টকে পেয়েছিলাম (আমার ভাই সওকত ইকবালের যোগাযোগের মাধ্যমে)। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও পরিশ্রমের ফলে আমি আমার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই গবেষণাকর্মে সমস্ত রকম দুস্প্রাপ্য তথ্য, স্ক্রিপ্ট, নাটকের সিডি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছে সল্টলেকের নাট্যশোধ সংস্থা। এছাড়া ন্যাশনাল লাইব্রেরী, মালদা জেলা গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এবং ছাত্র অভিজিৎ, ছাত্রী অর্পিতা, বন্ধু কৌশিক জোয়ারদারের কাছ থেকেও আমি উপকৃত হয়েছি। অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমাকে উপকৃত করেছে — সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

আমি ঋণী বন্ধু শরদিন্দু চক্রবর্তীর কাছে, (যে আমাকে প্রথমে নাটকে নারীর অবস্থান নিয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে) ও মালদা সমবেত প্রয়াস নাট্যসংস্থার কাছে (যা নাটকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগ ঘটিয়েছে।)

এছাড়া আমার গুরুজন ও সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক আগ্রহ আমাকে গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। দীর্ঘদিন একাজে মনোনিবেশ করার ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আমার মেয়ে সৃজনী শবনম চৌধুরী ও স্বামী গৌতম চৌধুরীকে — এদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত। শুধু তাই নয়, গবেষণাপত্র তৈরীর পুরো প্রক্রিয়ায় গৌতম চৌধুরী মতামত, তাত্ত্বিক সমালোচনা এবং ইংরেজী গ্রন্থের মর্মোদ্ধারে সক্রিয় সহযোগিতা আমাকে ঋদ্ধ করেছে।

ছাপার কাজে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে অরুনাংশ ও দেবাংশু ভট্টাচার্য (ছোট বড়), সঞ্জয় দেবনাথ ও সর্বোপরি জয়।

এছাড়াও বলা হলনা এমন অসংখ্যজনের কাছে আমি ঋণী — সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

আইরিন শবনম